ফ্রান্সকে ইসলাম অবমাননাকর কার্টুন প্রকাশ বন্ধ করতে বলল রাশিয়া

রাশিয়া ইসলামের অবমাননা হয় এমন কার্টুন প্রকাশে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। একই সঙ্গে দেশটি ফ্রান্স ও ইউরোপীয় দেশগুলোকে এসব কার্টুন প্রকাশ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে।

দেশটি বলছে, কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি অবমাননা ও ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর অনুভূতিতে আঘাত হানা রাশিয়ার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। খবর বার্তা সংস্থা রিয়ানোভোস্তি।

রুশ প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বৃহস্পতিবার মস্কোয় সাংবাদিকদের বলেন, ইসলামের নবীর (সা.) অবমাননা করার কারণে ফ্রান্সে সহিংসতা বেড়ে গেছে। কাজেই সবার আগে এ ধরনের অবমাননাকর কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

সম্প্রতি স্যামুয়েল প্যাটি নামক ফ্রান্সের একজন শিক্ষক তার ক্লাসের শিক্ষার্থীদের সামনে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-র ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করার পর এক হামলায় নিহত হন। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ওই হত্যাকাণ্ডের জন্য তার দেশের মুসলমানদের দায়ী করেন এবং দাবি করেন, মুসলমানরা ফ্রান্সকে ধ্বংস করে ফেলতে চায়।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট এক বক্তব্যে ঘোষণা করেন, ফ্রান্সে ইসলামের নবীর (সা.) ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ অব্যাহত থাকবে। তার এ বক্তব্যের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ, ভারত ও ইরানসহ গোটা বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে।

মুসলিম বিশ্বে প্রতিবাদ জোরদার হওয়ার পরও ফরাসি প্রেসিডেন্ট প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যে, ফ্রান্সে এই ধরনের কার্টুন ছাপানো কখনোই বন্ধ হবে না। পাশাপাশি তিনি একথাও বলেন, সারা বিশ্বে ইসলাম ধর্ম সংকটের মধ্যে রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর ফরাসি দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন দেশটির হাজার হাজার মানুষ।

কালীগঞ্জে কৃষকের ঋণের টাকা আত্মসাৎ: দুই জনকে বরখাস্ত, একজনকে অব্যহতি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ অগ্রণী ব্যাংকে কৃষকের নামে ভুয়া কাগজ পত্র তৈরি ও মৃত ব্যক্তিদের নামে ঋণ উঠিয়ে প্রায় ২ কোটি টাকা আত্মসাৎ’র ঘটনায় ব্যাংকটির পূর্বের ম্যানেজার, ক্রেডিট অফিসার কে বরখাস্ত ও এক মাঠ সহকারীকে অব্যহতি প্রদান করা হয়েছে।

গত বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে আসা ব্যাংকটির প্রিন্সিপাল অফিসার রফিকুল ইসলাম সহ তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি এ সিদ্ধান্ত নেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ব্যাংকের বর্তমান ম্যানেজার নাজমুস সাদাত।

এর আগে গত ২৭ সেপ্টেম্বর গণমাধ্যমে “কালীগঞ্জে কৃষিঋণের ২ কোটি টাকা আত্মসাৎ” শিরোনামে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর দিন ঢাকা থেকে তদন্ত কমিটি এসে তাদের বরখাস্ত ও অব্যহতি প্রদান করে।

অগ্রণী ব্যাংক কালীগঞ্জ শাখার বর্তমান ম্যানেজার নাজমুস সাদাত জানান, আর্থিক অনিয়মের কারণে অগ্রণী ব্যাংক কালীগঞ্জ শাখার পূর্বের ম্যানেজার শৈলন কুমার বিশ্বাস, ক্রেডিট অফিসার আব্দুস সালামকে বরখাস্ত ও মাঠ সহকারী আজির আলীকে চাকরি থেকে অব্যহতি প্রদান করা হয়েছে।

ব্যাংকটির পূর্বের ম্যানেজার শৈলন কুমার বিশ্বাসকে বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক অফিসে কর্মরত, ক্রেডিট অফিসার আব্দুস সালাম কালীগঞ্জ শাখায় ও মাঠ সহকারী আজির আলী ঝিনাইদহ হামদাহ বাসস্ট্যান্ড শাখায় কর্মরত ছিলন।

উল্লেখ্য, গত ২০১৭ সাল থেকে ৪% সুদে কৃষিঋণ বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম করার অভিযোগ পাওয়া যায়। কৃষকের পূর্বের ঋণের কাগজপত্র জাল ও মৃত ব্যাক্তিদের ঋণ দেওয়ার নামে ব্যাংকটির পূর্বের ম্যানেজার সহ তিন কর্মচারী বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করেন। এ নিয়ে গত ১ মাস ধরে

অগ্রণী ব্যাংকের ঝিনাইদহ আঞ্চলিক অফিস থেকে তদন্ত কমিটি কাজ করছেন।

গর্ভবতী গৃহবধূকে ৪ দিন আটকে রেখে ধর্ষণের অভিযাগ, আদালতে মামলা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক গৃহবধূকে
(১৯) যশোরের নওয়াপাড়া এলাকার একটি বাড়িতে চারদিন আটক রেখে ধর্ষণের অভিযাগে মামলা করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিক ওই গৃহবধূ নিজে বাদী হয়ে ঝিনাইদহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে ৪ জনকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলার নথি ও আসামি পক্ষের আইনজীবী আকিদুল ইসলাম জানান, ধর্ষিত গৃহবধূর স্বামী চুয়াডাঙ্গা থেকে যশোর সড়কে চলাচলকারী শাপলা পরিবহনের হেলপার। তার বাড়ি যশোর সদর উপজেলার মথুরাপুর গ্রামে। আর গৃহবধূর বাড়ি ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামে। দু’বছর আগে তাদের পারিবারিক ভাবে বিয়ে হয়।

বর্তমানে ওই গৃহবধূ পাঁচ মাসের গর্ভবতী। চলতি মাসের ১০ তারিখ তার স্বামী ফোনে জানায় দুপুর বারাবাজার বাসস্ট্যান্ড এসে গাড়িতে উঠলে তাকে বারীনগর বাজার নামিয়ে দিবে।

স্বামীর কথা অনুযায়ী ঘটনার দিন দুপুর বারাবাজার বাসস্ট্যান্ড আসে। সে সময় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা বাবা’র বাড়ির পার্শ্ববর্তী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের তিন যুবক মথুরাপুরে পৌঁছে দিবে বলে ওই সড়কে চলাচলকারী গড়াই পরিবহনে তুলে যশোরের নওয়াপাড়ায় একটি বাড়িতে নিয়ে আটকে রাখে।

এরপর পিয়াস, তরু, রাকিব ও তরিকুল চার দিন আটক রেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এরমধ্যে প্রধান আসামি পিয়াস শাপলা পরিবহনের

সুপারভাইজার। পরে মেয়েটিকে তারা ছেড়ে দিলে সে বাবার বাড়ি চলে আসে। তখন নানা ভয়ভীতি দেখিয়ে ওই গৃহবধূকে মামলা না করতে চাপ দিতে থাকে।

পরে বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই গৃহবধূ নিজে বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালে পিয়াস, তরু, রাকিব ও তরিকুলের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা দায়ের করে। আইনজীবী আরো জানান, মামলা হয়েছে। এখন আদালতের প্রক্রিয়া অনুসার বিচারকার্য চলবে।

মিজানুর রহমান হিরন এর অনলাইন কুইজ

মুজিববর্ষ ও উন্নয়ন শীর্ষক আলোচনা এবং কুইজ প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমিতে মিজানুর রহমান হিরন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

ফেসবুকভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতায় ৪৩ জনকে পুরষ্কৃত করা হয়।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহিন, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, বাড়িবাকা সীমান্ত বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্বাশ্বত নিপ্পন, প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শাহ দারা খান, বাংলাভিশন এর সাংবাদিক অ্যাড. তুহিন অরন্য, জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মোখলেছুর রহমান, আমিনুল ইসলাম খোকন, সাইদুর রহমান, মন্টু এবং আল আমিন প্রমুখ।

জীবননগরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাবা ও মেয়েকে পিটিয়ে জখম

জীবননগরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাবা ও মেয়েকে পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে রেজাউলের বিরুদ্ধে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময় জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নের প্রতাবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, প্রতাবপুর গ্রামের আব্দুল নজর আলী গোলদারের ছেলে আব্দুল ছোবহান (৪৭) এবং আব্দুল ছোবহানের মেয়ে সুফিয়া (১৯)।

আহত ছোবহান অভিযোগ করে বলেন, আমার মেয়ের সাথে রেজাউলের মেয়ের ঝগড়া হয়। এই সূত্র ধরে রেজাউল, শফি, মাহাবুল সহ বেশ কিছু ব্যক্তিরা আমার বাড়িতে এসে আমার এবং আমার মেয়েকে মারধর করে।

এক পর্যায়ে আমরা চিৎকার করলে স্থানীয় লোকজন ছুটে এলে তারা পালিয়ে যায়। পরে আমাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জীবননগর হাসপাতালে ভর্তি করে।

এ ব্যাপারে রেজাউল জানান, ছোবহান আগে আমাদের মারধর করতে আসে এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে দ¦ন্দ¦ হয় এবং উভয় পক্ষেই হাতাহাতি হয়।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, প্রতাবপুর গ্রামে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে দ¦ন্দ¦ হয়।

এ সংবাদ শুনে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং দুই পক্ষকে শান্ত করে। তবে এ বিষয়ে এখনও কোন পক্ষ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জীবননগরে সারের সংকট রোধে বাজার মনিটরিং

জীবননগর বাজারে সারের সংকট রোধে বাজার মনিটরিং করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে জীবননগর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এ বাজার মনিটরিং করেন।

আগামী বোরো মৌসুমে কৃষকের দোড়গোড়ায় যেন ন্যায্যমূল্যে সার পৌঁছে যায় এবং কৃত্রিম সারের সংকট যেন সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে জীবননগর উপজেলার সকল বিসি আই সি এবং বিএডিসি সার ডিলারদের দোকান পরিদর্শন, ক্যাশমেমো যাচাই এবং বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা।

ইউনিয়নকে এ গ্রেডে উত্তীর্ণ সহ যুবকদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করবো–আব্দুর রাজ্জাক

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। এবারে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক।

সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রতিনিধি পলাশ আহম্মেদ। সাক্ষাতকারের বিশেষ অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আসছে নির্বাচনে আপনার প্রস্তুতি কেমন?

আব্দুর রাজ্জাক: আমি গত দুই মাস ধরে প্রতিটা গ্রামে গ্রামে যাচ্ছি এবং তাদের সমস্যার কথা শুনছি। অনেকের সমস্যা সমাধান করছি। প্রতিটা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাত করছি। এই ৫ বছরে জনগণের অনেক দুঃখ-কষ্ট আছে সেগুলো আমাকে জনগণ বলছে আমি শুনছি। জনগণ আমাকে চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় যে ভাবে পেয়েছে এই চেয়ারম্যান কে পাচ্ছে না। তাই জনগণ আমাকে ভোট দেবে, বার বার তারা একই ভুল করবে না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

আব্দুর রাজ্জাক: আমি ছোট বেলা থেকেই ছাত্র রাজনীতিতে ছিলাম। ১০ম শ্রেণীতে যখন পড়তাম তখন ধানখোলা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম, তারপর কলেজ ছাত্রলীগের সদস্য ছিলাম, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ছাত্রলীগ করেছি, মেহেরপুর সরকারি কলেজের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেছিলাম, সে¦চ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি ছিলাম, উপজেলায় বর্তমানে ধানখোলা ‘খ’ ইউনিটের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আছি। যখন চেয়ারম্যান ছিলাম তখন ৩ বার ফার্স্ট হয়েছি জনগণের পাশে থেকেছি সেই হিসেবে আমি ১০০% আশাবাদী আমিই মনোনয়ন পাবো। গতবার একক নাম গিয়েছিল এবারো একক নাম যাবে ইনশাল্লাহ।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ইতোমধ্যে বিএনপি ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচন গুলোতে অংশ নেবে। সেক্ষেত্রে আপনার ইউনিয়নে নির্বাচনটি কেমন প্রতিদ্বন্দি¦তাপূর্ণ হবে?

আব্দুর রাজ্জাক: গতবার আমার প্রতিপক্ষ হিসেবে বিএনপি প্রার্থী ছিলো, আমার সামান্য ভুলের জন্য পরাজিত হয়েছি। আমাদের মধ্যে কিছু ভুল ত্রুটি ছিলো। তবে এবার আমি সব কিছু সমাধান করেই মাঠে নামছি। এবার নির্বাচনে যা ভোট পোল হবে তার অর্ধেকের বেশি ভোট পেয়ে আমি চেয়ারম্যান হবো। সেই প্রতিশ্রুতি জনগণ আমাকে দিয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

আব্দুর রাজ্জাক: প্রথমেই নির্বাচিত হয়ে আমার ইউনিয়নকে এ গ্রেডে নিয়ে যেতে চাই। আমার ইউনিয়নের বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করবো। রাস্তাঘাট নির্মাণ করবো। বর্তমানে আমার একটা সমিতি আছে যার ৪০০জন সদস্য, অল্প টাকায় লোন দিই যাতে বেকার যুবকরা ব্যবসা করে খামার করে সচ্ছল হতে পারে। সর্বপরি ইউনিয়ন পরিষদের সৌন্দর্য বর্ধন করবো।

আলমডাঙ্গার ফরিদপুরে গভীর রাতে একটি মেয়ের ঘরে ঢুকে গ্যাঁড়াকলে বকুল

আলমডাঙ্গার ফরিদপুর গ্রামের বকুল অষ্টম শ্রেণীতে পড়ুয়া একটি মেয়ের ঘরে ঢুকে গ্রামবাসীর ঘেরাওয়ের শিকার হয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গ্রামবাসী বেঁধে গণপিটুনী দিয়ে বকুলকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

বকুল বেলগাছি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ফরিদপুর গ্রামের আশরাফুল হক মন্টুর ছেলে। বকুলের জীবনজুড়ে নানা কুকীর্তির অভিযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছে গ্রামবাসী।
জানা গেছে, ফরিদপুর গ্রামের কারিগরপাড়ার অষ্টম শ্রেণীতে পড়ুয়া একটি মেয়েকে টার্গেট করে ওই পরিবারের লোকজনের সাথে সম্প্রতি সখ্য গড়ে তোলে বকুল।

বকুল মাঝেমধ্যেই ওই বাড়িতে যাতায়াত করতে থাকে। এরই মধ্যে বকুল মেয়েটির ওপর নজর রাখতে থাকে। সে কোথায় ঘুমায়, কখন ঘুমায় সবই বকুল নখদর্পনে নিয়ে নেয়। বুধবার রাতেও বকুল ওই বাড়িতে যায়। সে রাত ১১ টার আগে কোন এক ফাঁকে গোপনে মেয়েটির ঘরে ঢুকে চৌকির নিচে লুকিয়ে থাকে।

মেয়েটিও রাতের খাবার খেয়ে ঘরের দরজা লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রাত ১১ টার পর বকুল চৌকির নিচ থেকে বেরিয়ে মেয়েটির বিছানায় গিয়ে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। মেয়েটি আকস্মাৎ চোখ মেলে দেখতে পায় তাকে জাপটে ধরে আছে বকুল। সে বকুলের হাত থেকে বাঁচতে চিৎকার করতে থাকে।

মেয়েটির চিৎকার চেচামেচিতে তার পরিবারের লোকজন ঘুম থেকে উঠে পড়ে। পরিবারের লোকজন বারেবার ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ঘরের দরজা খুলতে অনুরোধ করতে থাকে। কিন্ত দরজা খুললে মেয়েটিকে গলা টিপে হত্যার হুমকি দেয় বকুল।

মেয়েটির পরিবারের সদস্যরা জানায়, দরজা না খুললে বিকল্প হিসেবে তারা অন্য ঘরের আড়ার ওপর দিয়ে ওই ঘরে প্রবেশ করে মেয়েটিকে উদ্ধার করেন।

এদিকে, বাড়িতে চিৎকার হওয়াতে প্রতিবেশীরাও ওই বাড়িতে গিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার কাজে অংশ নেয়। এ সময় তারা বকুলকে বেঁধে উত্তমমধ্যম দিতে থাকে। গভীর রাতে বকুলকে ঘিরে নারী-পুরুষের জমায়েত হতে থাকে। পরে রাত সাড়ে ৩ টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে গণরোষ থেকে বকুলকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

প্রতিবেশীরা জানায়, এরকম মেয়ে ঘটিত অনেক ঘটনা বকুলের জীবনে রয়েছে। সে আনুমানিক ১০ বছর আগে স্কুলপাড়ার সেকেন্দার মোল্লার বড় মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। গোপনে তাকে বিয়েও করে। বিয়ে করে আলমডাঙ্গায় একটি ভাড়া বাড়িতে তাকে রেখে কিছুদিন সংসারও করে। এরই মধ্যে মেয়েটি টের পায় তার স্বামী বকুলের একাধিক মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। এসব জানার পরই ওই সংসার ভেঙ্গে যায়।

এরপর বকুল ফরিদপুর কারিগরপাড়ার নুরুল ইসলামের মেয়ের সাথে একই রকম সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাকেও একই কায়দায় গোপনে বিয়ে করে। মেয়েটির কোলজুড়ে একটি কন্যা সন্তানেরও জন্ম হয়। কিন্ত ৫ বছরেও বকুলের পরিবার মেয়েটিকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি। সে তার পিতার বাড়িতেই থাকতে বাধ্য হয়। দরিদ্র নুরুল ইসলাম ক্ষমতার কাছে পরাজিত হন। তিনি মেয়ের স্ত্রীর মর্যাদাও এ পর্যন্ত আদায় করতে পারেননি।

এদিকে, পুলিশের হাতে আটক হওয়া বকুল ফরিদপুর কারিগরপাড়া পুরাতন জামে মসজিদের সেক্রেটারী বলে জানা গেছে। রাতের জঘন্য ঘটনার পর তাকে মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী পদ থেকে অপসারণেরও দাবি তুলেছে গ্রামবাসী।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর

ব্যঙ্গচিত্রের প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল

ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়।

বৃস্পতিবার বিকালে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি খাদিমুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এই বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় বিক্ষোভ মিছিলটি মেহেরপুর কোট মোড় থেকে শুরু করে মেহেরপুর পৌর সভার সামনে শেষ হয়।

এ সময় একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা ফ্রান্স সরকারের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে ফ্রান্সের সব ধরণের পণ্য বয়কট করার আহ্বান জানান।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, ইসলামী যুব আন্দোলন মেহেরপুর জেলা সভাপতি মওলানা আরিফুল ইসলাম, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি মওলানা আশরাফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুফতি আবু বক্কর সিদ্দিকী, সহ-সভাপতি মাওলানা শফিকুল ইসলাম, ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুফতি সাদিকুর রহমান, ওলামা পরিষদের জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হাবিবুর রহমান, মাওলানা আবুল কালাম কাসেমী, মাসুম বিল্লাহ, আব্দুল কাদের প্রমুখ।

গণতন্ত্র উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যম: মির্জা

ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আমরা বিশ্বাস করি দেশের গণতন্ত্র ও সামগ্রীক সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যম। যে দেশের গণমাধ্যম যত স্বাধীন ও শক্তিশালী সেই দেশের গণতন্ত্র তত বেশি শক্তিশালী।

বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি চত্বরে সংগঠনটির রজতজয়ন্তী উপলক্ষে র্যালি উদ্বোধন করার আগে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আজকে সারাবিশ্বে গণমাধ্যম কর্মীদের ওপরে একটা চাপ সৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে সেই চাপ অনেক বেশি আমরা লক্ষ্য করছি। আমরা দেখেছি শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে অনেক সংবাদকর্মীকে নিগৃহীত হতে হয়েছে, প্রাণ দিতে হয়েছে। তাদেরকে অনেক সময় কারাগারে যেতে হয়েছে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে যে বিভাজনের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যার কুফল সর্বক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি। যার ফলে সমাজ বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, মানুষ বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। যেটা আমাদের জন্য সুখকর বিষয় নয়। আমাদের ভবিষ্যতের জন্য আনন্দময় নয়। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি যেভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা আমাদের জন্য আশার একটা আলো দেখায়।

তিনি বলেন, আমরা মনেকরি গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে আইনগুলো করা হয় এগুলো গণমাধ্যমের স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য কখনও উপযোগী নয়। দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি বাংলাদেশে গণমাধ্যম মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভিন্নমতকে সহ্য করার যে সহনশীলতা সেটা ধীরে ধীরে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।